০৮-০৯-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের এমন শ্রেষ্ঠ কর্ম শেখাতে , যার দ্বারা তোমরা 21 জন্মের জন্য স্বর্গের বাদশাহীর বর্সা বা সম্পত্তি নিতে পারো এবং অটল অখণ্ড রাজ্যের মালিক হতে পারো ।"

প্রশ্ন :- গৃহস্থীদের আর সন্ন্যাসীদের কোন্ বিশ্বাসের মধ্যে অনেক অন্তর বা তফাত থাকে ?

উত্তর :- গৃহস্থীদের বিশ্বাস হল ভগবান অবশ্যই কোনো না কোনো রূপে তাদের সামনে আসবে আর সন্ন্যাসীদের বিশ্বাস হল, তাঁরা ব্রহ্মকে স্মরণ করতে করতে সেই ব্রহ্মতেই লীন হয়ে যাবে । এখন বাবা বোঝাচ্ছেন যে ব্রহ্মতে কেউই লীন হয় না । আত্মা তো অমর তাহলে আত্মা কেমন করে লীন হবে । ভগবান যখন আসবেন তিনি অবশ্যই শিক্ষক হয়েই শিক্ষা দেবেন । প্রেরণার দ্বারা তিনি কোনো জ্ঞানই দেবেন না ।

গীত :- তুম্হে পা কে হমনে সারা জাঁহা পা লিয়া ... (তোমায় পেয়ে আমরা .....)

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি রূহানী বাচ্চারা এই গান শুনেছে । রূহানী বাচ্চারাই "বাবা " বলে ডাকে । বাচ্চারা জানে এই বেহদের বাবা হলেন বেহদের সুখদাতা, অর্থাত্ তিনি হলেন সকলের বাবা, তাঁকে সকল বেহদের বাচ্চারা অর্থাত্ আত্মারা স্মরণ করতে থাকে । সকলেই কোনো না কোনো প্রকারে বাবাকে স্মরণ করে কিন্তু তারা জানেই না যে তাদের পরমপিতা পরমাত্মার থেকে বাদশাহী নিতে হবে । কিন্তু তোমরা জানো যে তোমাদের যে বাবা সত্যযুগী বিশ্বের বাদশাহী দেন তা হল অটল, অখণ্ড এবং অডল (Unshakeable, undivided, undivided) । তোমাদের এই বাদশাহী ২১ জন্মের জন্য সম্পূর্ণ থাকবে । সমগ্র বিশ্বের উপরে তোমাদের রাজত্ব হবে যা কেউই ছিনিয়ে নিতে পারবে না, লুঠও করতে পারবে না । তোমাদের রাজত্ব হবে অবিচল , কেননা সেখানে একই ধর্ম থাকবে, দ্বৈত কিছুই থাকবে না । সে হল অদ্বৈত রাজ্য । বাচ্চারা, তোমরা যখন এই গান শোনো তখন এই রাজত্বের নেশা তোমাদের বুদ্ধিতে আসা দরকার । এমন ধরনের গান তোমাদের ঘরে রাখা দরকার যা শুনে বাবা এবং বর্সা (সম্পত্তি) যেন চট্ করে স্মৃতিতে এসে যায় । প্রত্যেকটি গানেই বাবার স্মরণের আনন্দ থাকা চাই । তোমাদের সমস্ত কিছুই হল গুপ্ত । বড় বড় মানুষদের তো খুবই অহংকার থাকে কিন্তু তোমাদের কোনোই অহংকার নেই । তোমরা এও দেখতে পাও যে যাঁর মধ্যে বাবা প্রবেশ করেছিলেন তাঁর মধ্যেও কোনো লোক দেখানো অহংকার ছিল না । জামাকাপড়ও একই রকম ছিল । তোমরা বুদ্ধির দ্বারাই বুঝতে পেরেছো যে বাবা এঁনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন - আমাদের রাজ্যভাগ্যের অধিকার দিতে । বাচ্চারা এটাও জানে যে সারা সৃষ্টিতে এইসময় যত মানুষ আছে তারা সবাই দেহ – অভিমানে এসে সমস্ত ভুল কাজ করছে , এই কারণে তাদের অবুঝ বলা হয় । সকলের বুদ্ধিতেই তালা লেগে আছে । তোমরা কত বুঝদার ছিলে , এই বিশ্বের মালিক ছিলে । এখন মায়া তোমাদের কত অবুঝ বানিয়ে দিয়েছে যার ফলে তোমরা কোনো সঠিক কাজের উপযুক্তই নয় । মানুষ বাবার কাছে যাওয়ার জন্য অনেক যজ্ঞ – তপস্যা করে কিন্তু কিছুই প্রাপ্তি করতে পারে না । শুধুই বারে বারে ধাক্কা খেতে থাকে । পরমাত্মাকে কেউই জানে না, তাঁকে সবাই সর্বব্যাপী বলে দেয় , এটা কতখানি ভুল কথা । "পিতা" এই শব্দটা বুদ্ধিতেই আসে না । যদিও বা কেউ বলে , সে শুধু

মুখের কথা । যদি পরমপিতা বলে কেউ বুঝতে পারে তাহলে বুদ্ধিতে চমক লেগে যাবে । শিববাবা আমাদের স্বর্গের বর্সা বা সম্পত্তি দেন, তিনিই হলেন স্বর্গীয় গড ফাদার তাহলে আমরা কলিযুগী নরকের দুনিয়াতে কেন পড়ে আছি । এখন আমরা মুক্তি আর জীবনমুক্তি কেমন করে পেতে পারি তা কারোরই বুদ্ধিতে আসে না । এখন তোমাদের সেই বুদ্ধি হয়েছে । তোমরা জানো যে বাবা তোমাদের এই স্মৃতি ফিরিয়ে দিয়েছেন যে , যখন নতুন দুনিয়া নতুন ভারত ছিল, তখন তোমাদেরই রাজত্ব ছিলা সেখানে একই মত , একই ভাষা এবং একজনই মহারাজা - মহারাণী ছিলেন । সত্যযুগে মহারাজা- মহারাণী বলা হয় আর ত্রেতাযুগে তাকেই রাজা - রাণী বলা হয় । তারপর দ্বাপর থেকে বামমার্গ শুরু হয়। প্রত্যেক মানুষের ভাগ্যই তার কর্মের উপর নির্ভর করে । কর্ম অনুসারে মানুষ এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর গ্রহণ করে । এখন বাবা বলেন যে আমি তোমাদের এমন কর্ম শেখাই যার দ্বারা তোমরা ২১ জন্মের জন্য বাদশাহী প্রাপ্ত করতে পার । যদিও ওখানে তোমরা লৌকিক বাবাকে পাও কিন্তু ওখানে তোমাদের এই জ্ঞান থাকে না যে এই রাজত্বের বর্সা তোমরা বেহদের শিববাবার থেকে প্রাপ্ত করেছো । তারপর দ্বাপরযুগ থেকে যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখন বিকারী সম্বন্ধ শুরু হয়ে যায় । তখন মানুষ যেমন যেমন কর্ম করে তেমন ফল প্রাপ্ত করে, দেবতারাও তখন বামমার্গে চলে যায় । তখন সত্যযুগের সবই শেষ হয়ে যায় । তখন মানুষ কর্ম অনুসারেই জন্মগ্রহণ করে । ভারতে যেমন পূজ্য রাজারা ছিলেন তেমনই পূজারী রাজারাও ছিলেন । সত্যযুগে রাজা, রাণী এবং প্রজা সকলেই পূজ্য হয় । তারপর যখন দ্বাপর থেকে ভক্তি শুরু হয় তখন রাজা, রাণী এবং প্রজা সকলেই পূজারী হয়ে যায় । বড় রাজারা যারা সূর্যবংশী ছিল তারাই পূজারী হয়ে যায় তারপর তারাই বৈশ্যবংশী হয়ে যায় । এখন তোমরা পাপ রহিত(নিষ্পাপ) হচ্ছ । এর প্রালব্ধ তোমাদের ২১ জন্ম ধরে চলতে থাকে তারপর ভক্তিমার্গ শুরু হয় । যাঁরা যাঁরা পূজ্য দেবী দেবতার জন্ম নিয়েছিলো, তাঁদের মন্দির বানিয়েই পুজো করা শুরু হয় । এসকলই কেবলমাত্র ভারতেই হয় । এই যে ৮৪ জন্মের কাহিনী বাবা তোমাদের শোনাচ্ছেন এসকলই ভারতবাসীদের জন্য । অন্য ধর্মের লোকেরা পরে আসে তারপর ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । বিভিন্ন দেবী দেবতাদের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ছিল, যা ভারতের গুরুজনের জন্য থাকে না । অর্ধেক কল্পের পর রাবণ রাজ্য শুরু হলে সমস্ত নিয়ম কানুন , অনুষ্ঠানের পরিবর্তন হয় তখন সকল দেবতারা পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে যায় । পুজাও প্রথমে অব্যভিচারী এক শিবেরই করত । শিবের মন্দিরই প্রথমে বানানো হয়েছিল তারপর লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দির বানানো হয় । একজন লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দির বানালে তাকে দেখে অন্যজনও সেই মন্দির বানাবে । তার পরবর্তীকালে রাম সীতার মন্দির বানানো শুরু হবে । তারপর কলিযুগে দেখো গণেশ, হনুমান, চণ্ডীকা দেবী ইত্যাদি অনেক দেব দেবীর চিত্রও মানুষ বানাতে থাকবে । ভক্তিমার্গের জন্য এই সমস্ত সামগ্রী তো চাই । যেমন কোনো গাছের বীজ কত ছোটো হয় কিন্তু সেই গাছের ঝাড় কতো বড় হয়, ঠিক তেমনই ভক্তিতে এই বিস্তার হয়ে যায় । অনেক, অনেক শাস্ত্রও বানানো হয় । এখন বাবা বাচ্চাদের বলেন যে .....এই ভক্তিমার্গের সামগ্রী সব শেষ হয়ে যাবে । এখন তোমরা শুধু শিববাবাকে স্মরণ করো । ভক্তির প্রভাবও অনেক বেশী । সেসবও খুব সুন্দর । নাচ - তামাশা, গায়ন - কীর্তনে মানুষ কত খরচ করে । এখন বাবা বলেন, বাবাকে আর তাঁর বর্সাকে কেবল স্মরণ করো । আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মকেও স্মরণ করো । তোমরা জন্ম জন্মান্তর ধরে অনেক প্রকারের ভক্তি করে এসেছো । যারা গৃহস্থ ধর্মে থাকে তারাই প্রথমে ভক্তি শুরু করে । সন্ন্যাসীরা তো ভক্তি করতে হয় না । যজ্ঞ - তপ, দান - পুণ্য , তীর্থ ইত্যাদি সবই গৃহস্থদের কাজ , সন্ন্যাসীদের নয় । সন্ন্যাসীরা হলেন নিবৃত্তিমার্গের । তাঁদের নিয়ম হল ....ঘরবাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে থাকা আর ব্রহ্ম তত্বকে স্মরণ করা । তাঁরা হলেন তত্বজ্ঞানী , ব্রহ্ম জ্ঞানী । তাঁরা তত্ব বা

ব্রহ্মাকেই ঈশ্বর বলে দেয় । যেমন ভারতবাসী আসলে হল আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের । কিন্তু যেহেতু তারা হিন্দুস্থানে থাকে তাই তাদের ধর্মকে তারা হিন্দু ধর্ম মনে করে । তেমনই সন্ন্যাসীরা আত্মাদের থাকার তত্বকেই পরমাত্মা মনে করে নেয় । তারা ব্রহ্ম বা তত্বকেই স্মরণ করে । বাস্তবে সন্ন্যাসীরা যখন সতোপ্রধান অবস্থায় থাকে, তখন তারা জঙ্গলে গিয়ে শান্তিতে থাকে । এমন নয় যে তারা সকলেই ব্রহ্মাতে লীন হয়ে যাবে । বাবা বলেন যে-- এই জ্ঞান হল তাদের মিথ্যা জ্ঞান । কেউই লীন হতে পারে না । আত্মা তো অবিনাশী , তাহলে সেই আত্মা কি করে লীন হবে । ভক্তিমার্গে মানুষ দেবতাদের সামনে কতো মাথা খুটতে থাকে । আবার তারা বলে ভগবান কোনো না কোনো রূপে কোনো না কোনো সময় এসে দেখা দেবে । এখন কে ঠিক ? সন্ন্যাসীরা বলেন ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ লাগিয়ে ব্রহ্মাতেই লীন হয়ে যাবে । আবার গৃহস্থরা বলে ভগবান কোনো না কোনো রূপে এসে দেখা দেবে । পতিত মানুষদের তিনিই পবিত্র করবেন । এমন কিন্তু নয় যে ওপরে থেকে প্রেরণা দিয়েই তিনি সবকিছু শেখাবেন । কোনো শিক্ষক কি শুধুই ঘরে বসে প্রেরণা দেবেন । প্রেরণা বলে কোনো কথাই হতে পারে না । প্রেরণার দ্বারা কোনো কাজই হয় না । যদিও শংকরের প্রেরণার দ্বারাই বিনাশ এই কথা বলা হয় তবুও এই সমস্ত কিছুই নাটকে লিপিবদ্ধ আছে । এই মুসল বা মিসাইল জাতীয় অস্ত্র তাদের বানাতেই হবে । প্রেরণার কোনো কথাই হয় না । আবার মানুষ বলে ভগবানের প্রেরণার দ্বারাই সবকিছু হয় বা এও বলে হয় যে শংকরের চোখ খুলতেই প্রলয় শুরু হয়ে গিয়েছিল । এ সমস্তকিছুই হলো কাহিনী, এর অর্থ কেউই কিছু বুঝতে পারে না । যে কোনো মন্দিরে গেলেই এই মন্ত্র পাঠ করা হয় ...অচ্যুতম কেশবম .....কিন্তু অর্থ কেউই কিছু বুঝতে পারে না । কেউই নিজেদের থেকে বড় কারোর মহিমা বুঝতেই পারে না । ধর্মস্থাপকদের গুরু বলে দেয় । বাস্তবে তাঁদের গুরু বলা সম্পূর্ণ ভুল । ক্রাইস্ট কখনো গুরু নন । উনি তো কেবল ধর্ম স্থাপন করেন । যিনি সদ্গতি করেন তাঁকেই গুরু বলা হয় । তিনি তো কেবল ধর্ম স্থাপন করতে আসেন । তাঁর পিছনে তাঁর বংশাবলী আসতে থাকে । এরা তো কারোর সদ্গতি করে না । তাহলে তাঁদের গুরু কি করে বলা হবো গুরু হলেন একজনই যাঁকে সবার সদ্গতিদাতা বলা হয় । ভগবান শিববাবা এসেই সবার সদ্গতি করেনা তিনিই মুক্তি এবং জীবনমুক্তি দেন । তাঁর স্মরণ বিনা কেউই থাকতে পারে না । মানুষ হে ভগবান , হে ঈশ্বর বলে বাবাকেই স্মরণ করে কারণ তিনি হলেন সবার সদ্গতিদাতা । বাবা বোঝান যে এ সমস্ত কিছুই এই সৃষ্টির রচনা । আর রচয়িতা বাবা হলাম আমি .....সবার সুখ দাতা, বর্সা বা সম্পত্তির দাতা আমিই হলাম এক শিববাবা । ভাই কখনো ভাইকে বর্সা বা সম্পত্তি দিতে পারে নাা এই বর্সা বা সম্পত্তি এক বাবার থেকেই পাওয়া যায় । আমিই সমস্ত বেহদের বাচ্চাদের বেহদের বর্সা দিয়ে থাকি তাই সকলেই আমাকে স্মরণ করে বলতে থাকে ....হে পরমাত্মা ক্ষমা করো । তারা কিন্তু কিছুই বোঝে না ।

বাবা বলেন যে .....আমি কিন্তু এর (ব্রহ্মাবাবার) ডাক শুনে আসি না । এ সমস্ত কিছুই নাটকে নির্দিষ্ট আছে । নাটকে আমার আসার পার্টও নির্দিষ্ট আছে । অনেক ধর্মের বিনাশ, এক ধর্মের স্থাপনা বা কলিযুগের বিনাশ আর সত্যযুগের স্থাপনাও করতে হয় । আমি আমার নিজের সময় মত নিজেই আসি । এই ভক্তিমার্গের সমস্ত ঘটনাও এই সৃষ্টিনাটকে লিপিবদ্ধ আছে । যখন ভক্তিমার্গের পার্ট শেষ হয় তখনই আমি আসি । আগের কল্পেও তোমাদের বাবা এই ব্রহ্মার শরীরে এসেছিলেন । এই জ্ঞান এখন তোমরা পেয়েছো । আর কখনোই এই জ্ঞান তোমরা পাবে না । এ হল জ্ঞান আর সেটা হল ভক্তি । জ্ঞানের প্রালব্ধ হল চড়তি কলা । বলা হয় যে এক সেকেন্ডেই জীবনমুক্তি । রাজা জনকের এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি হয়েছিল । এ হলো একটা কথা । রাধাই আবার অনুরাধা(সে-ই আবার রাধা

হয়) হয় । জনকই আবার সীতার বাবা অনুজনক হয় । অনেক অনেক উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এই জ্ঞানে । কিন্তু মানুষ কিছুই বোঝে না । মানুষ বলে যে জনক রাজা এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পেয়েছিল । কেবল একজন জনকই জীবনমুক্তি পেয়েছিল? জীবনমুক্তি তো সবাই পায় । সারা বিশ্বই পায় । সদ্গতি বা জীবনমুক্তি হল একই কথা । জীবনমুক্তির অর্থ হল জীবনকে রাবণ রাজ্য বা বিকারের হাত থেকে মুক্ত করা । বাবা জানেন যে , বাচ্চাদের কত দুর্গতি হয়ে গেছে , বাচ্চারা এখন সত্যি সত্যি কত দুঃখী হয়ে পড়েছে । তারা আবার সদ্গতিতে আসবে । প্রথমে তারা মুক্তিতে যাবে তারপর আবার জীবনমুক্তিতে আসবে । শান্তিধাম থেকে তারা আবার সুখধামে আসবে । এই চক্রের রহস্য বাবাই বুঝিয়ে দিয়েছেন । বাবা বলেন যে .....এইসময় সারা সৃষ্টির ঝাড় জর্জরিত, তমোপ্রধান হয়ে গেছে, তাই কেউই নিজেদের আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের এই কথা বুঝতে পারে না । তোমরা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ছিলে-- কেননা তোমরা দেবতারা পবিত্র ছিলো এখন তোমরা অপবিত্র, পতিত, তাই নিজেদের কীভাবে দেবতা বলবে , তাই বলা হয় .....এই বিকারকে এখন ত্যাগ করো । অর্ধেক কল্প থেকে তোমরা এই বিকারে চলে আসছো । এখন এই এক জন্মে এই বিকারকে পরিত্যাগ করা , এতেই পরিশ্রম লাগে । কিন্তু এই পরিশ্রম ছাড়া কেমন করে তোমরা এই বিশ্বের মালিক হবে । বাবাকে স্মরণ করলেই তোমরা নিজেরাই নিজেদের রাজ তিলক দিতে পারবে অর্থাত্ রাজত্বের অধিকারী হতে পারবে । যত ভালো করে তোমরা বাবাকে স্মরণ করবে, বাবার শ্রীমতে চলবে ততই তোমরা রাজার রাজা হতে পারবে । তোমাদের পড়ানোর জন্য শিক্ষক তো এসেছেন-- পড়াতেই । এই পাঠশালা হল মানুষ থেকে দেবতা বানানোর পাঠশালা । এখানে নর থেকে নারায়ণ বানানোর কথা শোনানো হয় । এই কাহিনী হল খুবই বিখ্যাত । এই কথাকে অমর কথা, সত্য নারায়ণের কথা বা তিজরীর(তৃতীয় নেত্র লাভের কাহিনী) কথাও বলা হয় । দেখো কতো সুন্দর এই গীতটি । বাবা তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানান যে মালিকানা কেউই লুঠ করতে পারে না । সেই যুগে কোনো ভূমিকম্প ইত্যাদি হবে না । সেখানে কোনো বিঘ্নও থাকবে না । তোমরা এমনই অটল , অখণ্ড, পবিত্রতা এবং সুখ - শান্তির রাজ্য পেতে চলেছ । আগের কল্পের মতোই প্রতি ৫০০০ বছর অন্তর ভারতে স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় । তোমরা জানো যে আমরাই সেই দেবতা ছিলাম, তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে কি হয়ে গেছি । আবার আমরা দেবতা হব । একেই বলা হয় স্বদর্শন চক্রধারী । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মা - বাবা, বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজেকে নিজেই রাজা তিলক দেবার জন্য স্মরণের পরিশ্রম করতে হবে । সমস্ত বিকারকে ত্যাগ করতে হবে ।

২) ব্রহ্মা বাবার মতো সাধারণ এবং গুপ্ত থাকতে হবে । বাইরের চটকদারি বা লোক দেখানো কিছু করবে না । নিজেকে ভবিষ্যৎ রাজত্বের নেশাতেই বুঁদ করে রাখতে হবে ।

বরদান :- সাথী আর সাক্ষী ভাবের স্মৃতির দ্বারা সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত সর্ব শক্তিসম্পন্ন হও ।

সর্বশক্তিতে সম্পন্ন হয়ে অধীনতার উর্ধ্বে থাকতে হলে দুটি শব্দ সর্বদা স্মরণে রেখো .....এক হল সাক্ষী আর দ্বিতীয় হল সাথী । এর ফলে খুব তাড়াতাড়ি বন্ধনমুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হবে । সর্বশক্তিমান বাবা যদি সাথ দেন তাহলে তত্ক্ষণাৎ সর্বশক্তির প্রাপ্তি হয় আর সাক্ষী হয়ে চললে কোনো বন্ধনেই আটকা পড়বে না । নিমিত্ত মাত্র এই শরীরে থেকে কর্তব্য করলে আর সাক্ষী হয়ে গেলে.....এর বিশেষ অভ্যাসকে বাড়াও ।

স্লোগান :- অশুদ্ধ এবং শুদ্ধ এই দু'য়ের যুদ্ধ চললে ব্রাহ্মণ নয় ক্ষত্রিয়ই রয়েছো ।